কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

21-August-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَ ةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার একশতবার (১০০) দরূদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা (নিফাক) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫৩, হাদীস ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কিয়ামতের উপর ঈমান রাখা খুবই জরুরী, কেননা এটা মুসলমানের আক্বীদার মধ্যে মৌলিক আক্বীদা ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্যতম। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ইসলামের ঐ সকল বিধান, যা সকলেই জানে, যেমন; আল্লাহ পাকের একত্ববাদ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এক হওয়া), আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নবুয়ত, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামতের দিন উঠানো, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি। এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মুসলমানই হতে পারে না।

কোরআনে করীমে কিয়ামতকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, কিয়ামতের প্রায় ১০০টিরও বেশি নাম রয়েছে, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি নাম শুনি:

✯.. ইয়াওমে কাযা, তথা ফয়সালার দিন। ✯.. ইয়াওমে ওযন, তথা আমলনামা ওজন করার দিন। ✯.. ইয়াওমে মাশহুদ, তথা উপস্থিতির দিন। ✯.. ইয়াওমে খিয, তথা কিছু লোকের জন্য অপমানের দিন। ✯.. ইয়াওমে মুহাসাবা, তথা হিসাবের দিন। ✯.. ইয়াওমে হাসরাত, তথা

www.dawateislami.net

আফসোসের দিন। ✵.. ইয়াওমে আকিম, তথা কঠিন দিন। ✵.. ইয়াওমে হাশর, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে ফাযাআ, তথা আতঙ্কের দিন। ✵.. ইয়াওমে বাআচ, তথা কবর থেকে আবারো উঠানোর দিন। ✵.. ইয়াওমে ফাতাহ নামা, তথা আমলনামা খোলার দিন। ✵.. ইয়াওমে মিয়াদ, তথা ওয়াদার দিন। ✵.. ইয়াওমে সাইহাত, তথা ভূমিকম্পের দিন (স্ফুলিঙ্গের দিন)। ✵.. ইয়াওমে যাজর, তথা তিরস্কারের দিন। ✵.. ইয়াওমে হিসাব, তথা হিসাবের দিন। ✵.. ইয়াওমে তালাক, তথা নিন্দার দিন। ✵.. ইয়াওমে তানাদ, তথা ডাক দেয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে জমআ, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে তাগাবুনি, তথা হারের দিন। ✵.. ইয়াওমে ফসল, তথা ফয়সালা বা পৃথকতা অথবা পার্থক্যের দিন। ইত্যাদি

কিয়ামত কখন আসবে?

কিয়ামত কখন আসবে? এর সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের দানক্রমে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই রয়েছে, কিন্তু কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, এই নিদর্শনাবলী প্রকাশ হওয়া, কিয়ামত দ্রুত আসাকে চিহ্নিত করে, আজকের বয়ানে আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনবো। আহ! যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম একটি হাদীসে পাক শ্রবন করি:

জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে বসা ছিলাম, হঠাৎ সাদা পোশাক এবং একেবারে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এলো, তার মাঝে সফর করে আসার কোন প্রভাব ছিলো না আর না আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতো। তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে এসে বসলেন এবং নিজের হাঁটুকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে হাত রানের উপর রাখলেন আর বলতে লাগলেন: হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ইসলাম হলো, তোমার এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ পাক ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রাসূল, তোমার নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য হলে কাবাতুল্লাহর হজ্ব করা। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। আমি এই ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম যে, নিজেই প্রশ্ন করছেন অতঃপর নিজেই সত্যায়ন করছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঈমান হলো, তোমার আল্লাহ পাক, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীরের (ভাগ্য) ভাল মন্দ হওয়ার প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন: আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে দয়া সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে করা, যেনো তাঁকে

www.dawateislami.net

দেখছো, যদি তুমি নাও দেখো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: যার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তির চেয়ে বেশি জানে না। আরয করলেন: তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কেই বলুন। ইরশাদ করলেন: বাঁদীরা তাদের মালিককে জন্ম দিবে। তুমি দেখবে যে, খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরানো রাখালরা উঁচু ও উন্নততর ঘর নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। (হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:) আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, অতঃপর হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ওমর! জানো এই প্রশ্নকারী কে ছিলো? আমি বললাম: আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: তিনি হযরত জিব্রাইল عَلَیۡہِ السَّلَام ছিলেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষার অনেক কিছু রয়েছে। আসুন! এই হাদীসে পাক থেকে অর্জিত হওয়ার কিছু বিষয় সম্পর্কে শুনি:

প্রথম যে বিষয়টি শিখেছি তা হলো, আমরা জানি যে, হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَیۡہِ السَّلَام নূরের সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতা, বরং সকল নূরী ফিরিশতারও সর্দার। মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে:

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। **(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৯৫)**

জানতে পারলাম! হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কেও নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, নূর হওয়ার পরও হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মানুষ হয়ে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এমনভাবে যে, সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও তাঁকে চিনতে পারেননি, এথেকে জানা গেলো! যখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নূরী সৃষ্টি হওয়ার পরও মানুষ হয়ে এসেছে, এইভাবে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নূর হওয়ার পরও মানুষ হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন; আমি আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি কুরবান! আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক কোন জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন?" ইরশাদ করলেন: "হে জাবির! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নূর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৫৮, মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

আক্বীদা: নিশ্চয় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা হলো মহিমান্বিত নূর, কিন্তু তাঁকে মানবীয় আকৃতিও প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি ১৬তম পারা সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: 'প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কুফরী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৫৮)**

ব্যাখ্যা: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারন মানুষের মতো মানুষ নয় বরং اَفْضَلُ الْبَشَر শ্রেষ্ঠ মানব। মানবীয়তার এই সম্মান অর্জিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানবীয়তাকে গ্রহণ করেছেন, তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন: اَيُّكُمْ مِثْلِي তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার ন্যায়?

(বুখারী, কিতাবুস সাওম, ১/৬৪৬, হাদীস ১৯৬৫)

নূরে মুস্তফার শান: হাদীসে নূরের আলোকে শরহে যুরকানীতে রয়েছে: এই যে ইরশাদ হয়েছে: তোমার নবীর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নূর আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা নূরে নবীর মহত্ব এবং তাঁর অনন্য হওয়ার বহিপ্রকাশ। **(শরহে যুরকানী, আল মাকসাদুল আউয়াল, ১/৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ঐ হাদীসে পাক থেকে আমরা জানতে পেরেছি, তা হলো, হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام জানতেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে গাইব জানেন এবং এটাও জানতেন যে, কিয়ামত কবে আসবে। এই কারণেই তিনি হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এখানে হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পরীক্ষা বা অক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য তো প্রশ্ন করছেন না বরং

এটা দেখানোর জন্য যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান তো আছেই কিন্তু তা প্রকাশ করেননি। মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্য এক সময়ে কিয়ামতের দিনও বলে দিয়েছেন, মাসও তারিখও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইরশাদ করেন: জুমার দিন হবে, মুহাররম মাসের দশ তারিখ হবে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২)** যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: কিয়ামত আশুরার দিন অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে হবে। **(ফাযায়িলুল আওকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কিয়ামত তো আসবেই, কিন্তু তা আসার পূর্বে কিছু নিদর্শনও রয়েছে, যা এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করবে যে, কিয়ামত সমাগত। এই হাদীসে পাকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দু'টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে, অন্যটি হলো খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরাণোর রাখাল উচ্চ ও উন্নত বাড়ি নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। কিয়ামতের এই দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আরো বিস্তারিতও বর্ণনা করা হবে। এই নিদর্শনাবলী ছাড়াও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামতের আরো নিদর্শনাবলীও বর্ণিত হয়েছে। "বাহারে শরীয়া" এ হাদীসে পাকের আলোকে কিয়ামতের অনেক নিদর্শনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে, আসুন! তা থেকে কয়েকটি সম্পর্কে শুনি:

★ ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে (অর্থাৎ ওলামা উঠিয়ে নেয়া হবে)। ★ যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা (বাধ্য হয়ে) জাহেলদের (অজ্ঞদের) নেতা (পথপ্রদর্শক) বানিয়ে নিবে। ★ অতঃপর তাদের কাছ থেকে দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিবে, তখন তারাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে দিবে। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪, হাদীস ১০০)** ★ মূর্খতার আধিক্য হবে। ★ অপকর্ম ব্যাপক হবে। ★ পুরুষ কমে যাবে এবং নারী বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষের তত্বাবধানে পঞ্চাশজন (৫০) নারী থাকবে। **(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৭২, হাদীস ৫২৩১)** ★ সম্পদের আধিক্য থাকবে। **(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৩৯)** ★ দ্বীনের উপর অটল থাকা এত কঠিন হয়ে যাবে, যেনো হাতের মুঠোয় আগুনের কয়লা নেয়া। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪র্থ অধ্যায়, ৭৩/১১৫, হাদীস ২২৬৭)** ★ সময়ের বরকত হবে না, এমনকি বছর মাসের ন্যায়, মাস সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ দিনের ন্যায় এবং দিন এমন হয়ে যাবে, যেমন কোন জিনিষে আগুন লাগলো এবং দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/১৪৮, হাদীস ২৩৩৯)** ★ যাকাত দেয়া (মানুষের মাঝে এমন কষ্টকর হবে যে, তা) ক্ষতিপূরণ মনে করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৮৯, হাদীস ২২১৭)** ★ ইলমে দ্বীন পড়বে কিন্তু দ্বীনের জন্য নয়। ★ পুরুষরা তাদের স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ★ পিতামাতার অবাধ্যতা করবে। ★ বন্ধু বান্ধুবের সাথে মেলামেশা করবে এবং পিতা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। ★ মসজিদে লোকেরা চিৎকার চেচামেচি করবে। ★ গানবাজনার আধিক্য হবে। ★ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি লোকেরা অভিশাপ দিবে, তাদেরকে গালমন্দ করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৯০, হাদীস ২২১৮)** ★ অপদস্ত লোক, যাদের শরীরে

কাপড়, পায়ে জুতা নসীব হতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদ বানিয়ে গর্ব করবে। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এতক্ষণ আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনেছি, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন এমনও যে, যা প্রকাশ হয়ে গেছে আর কিছু নিদর্শন এমন, যা প্রকাশ হওয়া বাকী আছে।

(১) চাঁদ ফেঁটে যাওয়া

একটি নিদর্শন যা পূরণ হয়ে গেছে, তা কোরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি

পারা ২৭ সূরা কমরের ১ম আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱

(পারা ২৭, সূরা কমর, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিকটে এসেছে ক্বিয়ামত এবং দ্বি-খন্ডিত হয়েছে চাঁদ।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে রয়েছে: কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে ফেঁটে গেলো। চাঁদের দুই টুকরো হওয়া, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজ্জল মুজিযার অন্তর্ভূক্ত।

(তাফসীরে খাযিন, সূরা কমর, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৪/২১৬)

www.dawateislami.net

জানতে পারলাম! চাঁদ ফেঁটে যাওয়া এটা কিয়ামতের নিদর্শন ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুজিযা স্বরূপ চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে

আমরা কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও শুনেছি যে, বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে। ওলামায়ে কিরাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আমাদের সমাজের পরিবেশ অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হলো, লোকেরা নিজের আসল মায়ের সাথে বাঁদীর (চাকরানী/ খাদেমা) ন্যায় ব্যবহার করবে, মাকে বাঁদীর মতো রাখবে, মায়ের অবাধ্যতা ও হক ক্ষুন্ন করবে, মাকে কষ্ট দিবে এবং অবস্থা এমন হবে যে, সন্তান নিজের মায়ের সাথে মুনিবের মতো আচরন করবে।

(মাকালাতে শারেহ বুখারী, ১ম অধ্যায়, ১/১৫৬)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে) অর্থাৎ সন্তান অবাধ্য হবে, ছেলে মায়ের সাথে এমন আচরন করবে যেনো কোন বাঁদীর সাথে করে, এখন উদ্দেশ্য এটাই হলো যে, যেনো মা তার মালিককে জন্ম দিয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২)**

সমাজের করুণ অবস্থা

বর্তমানে যদি আমরা আমাদের আশেপাশে দৃষ্টি দিই, তবে এই বাস্তবতা দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে একটি অংশ রয়েছে, যারা

পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে খুবই খারাপ আচরন করে থাকে। বর্তমানে কিছু মানুষ রয়েছে যে, মায়ের সাথে বাঘের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। মায়ের মুখে মুখে কথা বলতে দেখা যায়। অনেক মূর্খ তো আল্লাহর পানাহ! মাকে গালি দেয় এবং মারেও, যা প্রতিদিন খবরের কাগজে আসে, অথচ মা এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি থাকলে ঘরে বসন্ত এসে যায় এবং যিনি না থাকলে সমস্ত কিছু থাকার পরও ঘর খালি খালি মনে হয়। সুতরাং মায়ের খেদমত করুন! মাকে সন্তুষ্ট করুন! মাকে কষ্ট দিবেন না! মাকে কখনো দুঃখ দিবেন না! মায়ের সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না! মায়ের সাথে কখনো উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন না! মাকে সম্মান করুন! যদি মা বা বাবা তাদের মধ্যে কোন একজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সাথে সাথে সন্তুষ্ট করান! মা যেমনি হোক না কেন, মা মাই হয়ে থাকে। মায়ের হক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

মাকে কাঁধে নিয়ে গরম পাথরের উপর ছয় মাইল...

এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: এক রাস্তায় এমন গরম পাথর ছিলো যে, যদি মাংসের টুকরো তার উপর রাখা হয় তবে কাবাব হয়ে যেতো! আমি আমার মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল (প্রায় ৯.৬৫৬ কিলোমিটার) পর্যন্ত অতিক্রম করলাম, আমি কি মায়ের হক থেকে মুক্ত হয়ে গেছি? রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মকালে ব্যথার যে ঝটকা তিনি অনুভব করেছিলেন, হয়ত তা থেকে একটি ঝটকার বিনিময় হতে পারে।

(মু'জামুস সগীর, ১/৯২, হাদীস ২৫৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বর্ণনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে সদাচরণ করা এবং সর্বদা মায়ের অনুগত থাকা। কিন্তু মনে রাখবেন! গুনাহের কাজে পিতামাতারও আনুগত্য করা যাবে না, যেমন; যদি তারা নামায পড়তে নিষেধ করে, ছেলেকে দাড়ি পরিস্কার করতে বলে তবে এই বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: لَاطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য জায়িয নয়, আনুগত্য তো শুধুমাত্র নেককাজেই করা হয়।

(বুখারী, কিতাবু আখবারিল আহাদ, ৪/৪৯২, হাদীস ৭২৫৭)

গুনাহ ব্যতীত সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করবে। বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পিতামাতার তাদের সন্তানের প্রতি হক কি? ইরশাদ করলেন: هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ অর্থাৎ তারাই তোমার জান্নাত ও তোমার জাহান্নাম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/১৮৬, নম্বর ৩৬৬২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমরাও আমাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই এবং নিঃসন্দেহে সবাই চায়, তবে আসুন! আমরা এমন উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি, যেখানে পিতামাতার আদব ও সম্মান করতে শিখানো হয়, যেখানে পিতামাতার সামনে উফ করা থেকেও বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়। এই ফিতনার যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উম্মতের সংশোধনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে এমন লাখো যুবক

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাই ও যুবতী ইসলামী বোনের জীবনে পরিবর্তন এসেছে যে, যারা নিজের পিতামাতার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে ছিলো, সেই সৌভাগ্যবানরা আজ পিতামাতার জন্য প্রশান্তির মাধ্যম হয়ে গেছে, অনেকে এমনও রয়েছে, যাদের অবাধ্যতা বা অসদাচরনের কারণে পিতামাতার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে এখন প্রশান্তির ঘুম নসীব হয়।

(৩) নামায কাযা করা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা নামায কাযা করবে।

(আত তাযকিরা বি আহওয়ালিল মওতা ওয়া উমুরিল আখিরাতি, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে নামায কাযা করার দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে শুধু অলসতার কারণে প্রতিদিন নামায কাযা করা হয়ে থাকে। অনেক বড় একটি অংশ রয়েছে, যারা নামায কাযা করে এবং তাদের এর কোন তোয়াক্কাও নেই।

অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তখন সপ্তাহ বরং মাসকে মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কেউ উৎসাহ দেয় তখন বলে "اِنْ شَآءَ الله আগামি জুমা থেকে আবারো নামায শুরু করবো বা রমযান মাস থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো।" এভাবে কোন লজ্জা শরম ছাড়াই খুবই বীরত্বের সহিত আল্লাহর পানাহ! এই বিষয়ে ঘোষনা করছে যে, নামায ছেড়ে দেয়ার এই

কবীরা গুনাহ আমি জুমার দিন পর্যন্ত বা রমযান মাস পর্যন্ত লাগাতার করেই যাবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু খোদাভীতি এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকার পরিণতি, অন্যথায় যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ থাকে, সে সর্বাবস্থায় নিয়মিত নামায পড়ে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ পাক ১৬তম পারা সূরার মরিয়মের ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্ব তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে।

কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও আমাদের সমাজ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনের ব্যাপারে শুনছিলাম, হযরত খুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে: (১) মানুষ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২) গুনাহের আধিক্য হবে। (৩) কোরআনে করীমকে স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করা হবে। (৪) পুরুষ মহিলাদের এবং (৫) মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। (৬) মানুষ তাদের পিতামাতার অবাধ্যতা করবে

এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে কল্যাণ করবে। (৭) গায়ক গায়িকা এবং (৮) সঙ্গীতের সরঞ্জামের প্রচলন প্রসারিত হবে। তখন মানুষের লাল তুফান, জমিন ধ্বসে যাওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার ভয় করা উচিৎ। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪১০, নম্বর ৪৪৪৮)**

ভাবুন! এগুলোর মধ্যে এমন কোন কাজটি যা বর্তমানে আমাদের যুগে চলছে না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিয়ামতের নিদর্শন বলা হয়েছে। বর্তমানে ঘর ও বংশের মাঝে ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে আর এই ঝগড়া বৃদ্ধি পেয়ে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার অবস্থা দেখা দেয় এবং বংশের লোকেরা বছরের পর বছর পর্যন্ত একে অপরের মুখও দেখে না।

গুনাহের আধিক্যকেও কিয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে যদি আমরা আমাদের সমাজে দেখি, তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, এমন কোন গুনাহটি যা আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। একাকী হোক বা সমাবেশে, ঘরে হোক বা বাজারে, শহরে হোক বা গ্রামে, সকল স্থানে গুনাহে ভরপূর। বরং এখন তো গুনাহের আধিক্য যে, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে গেছে। কোরআনে পাককে সজ্জিত করাও কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে কোরআনে পাকের গিলাফকে, এর রিয়ালকে, এর বাইন্ডিং এবং পৃষ্ঠাকে খুবই সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় কিন্তু নিজেদের আচরনকে কোরআনি চরিত্র দ্বারা সজ্জিতকারী কম। বর্তমানে কোরআনে পাক যেখানে রাখা হয় সেই জায়গাকে সজ্জিত করার প্রতি খেয়াল রাখা হয় কিন্তু মন, মনন ও চিন্তা

এবং ভাবনাও কোরআনে পাকের শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে যাক সেইদিকে কোন খেয়াল দেয়া হয় না।

পুরুষ মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের সামঞ্জস্যতা করাও কিয়ামতের নিদর্শন। ভাবুন তো! বর্তমানে এমন কোন পর্যায় এবং কোন কাজ রয়েছে, যাতে মহিলারা পুরুষদের এবং পুরুষরা মহিলাদের নকল করছে না। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, চুড়ি পরা, মহিলাদের মতো লম্বা চুল রাখা, মহিলাদের মতো নাক এবং কানে অলঙ্কার পরা, মাথায় ব্যান্ড (Hair Band) লাগানো, হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগানোসহ আরো অনেক কাজের প্রচলনও বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাও কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং এ থেকে নিষেধও করেছেন।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার পিতার অবাধ্য এবং বন্ধুদের কল্যাণ করবে, এই দৃশ্যও চারিদিকে প্রসার পাচ্ছে। অনেক লোকের আচরণ আপন পিতার সাথে খুবই কঠোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিজের বন্ধুদের সামনে নত হয়ে যায়। অনেক লোক তাদের আপন পিতার সাথে সদাচরণ করার তৌফিক নসীব হয় না, কিন্তু বন্ধুদের সাথে প্রতিদিন পার্টি এবং দাওয়াত চলতে থাকে। অনেকে তাদের পিতাকে এত মান্য করেনা, যত নিজের বন্ধুকে মান্য করে। এই কারণেই এমন দৃশ্যও দেখা যায়, যখন পিতা তার সন্তানের বন্ধুকে বলে যে, তুমিই আমার পুত্রকে বুঝাও! তুমিই আমার ছেলেকে বলো! আমার কথাতো সে শুনে না। ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, গায়ক গায়িকা এবং সঙ্গীতের সরঞ্জামের আধিক্য হবে। এ ব্যাপারেও সমাজের অবস্থা আমাদের সামনে। সঙ্গীত এবং গানবাজনার বন্যা মুসলমানদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তো সিনেমা হলের আদলে বিশেষ স্থানে হতো, যেখানে আল্লাহর পানাহ! গান, সিনেমা এবং সঙ্গীত চলতো। কিন্তু এখন তো সব জায়গায় গান এবং সঙ্গীতের প্রাধান্য বিস্তার করছে। মোবাইলে, কম্পিউটারে, টিভিতে, বাজারে, হোটেলে, খেলনায়, শিশুদের জুতায়, ঘরে, বিবাহের হলে, কারখানায়, সাধারন স্থানে, স্কুলে, কলেজে, মোটকথা এমন স্থান রয়েছে, যেখানে গান এবং সঙ্গীত বিরাজ করছে না। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কিয়ামতের প্রস্তুতি নিন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে শুনলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান রয়েছে যে, কিয়ামত একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। আজ এই বিষয়ের প্রয়োজন যে, আমরা নিজেদের আমল ও অবস্থায় এমন পরিবর্তন নিয়ে আসি, যা আমাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচাতে পারে।

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যারা দুনিয়ায় থেকে কিয়ামতের ব্যাপারে বেশি ভাববে, তারা ঐ ভয়াবহতা থেকে বেশি নিরাপদ থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক বান্দার উপর দু'টি ভয় একত্র করেন না,

সুতরাং যারা দুনিয়ায় এই ভয়াবহতার ভয় করবে তারা আখিরাতে তা থেকে নিরাপদ থাকবে। ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য মহিলাদের মতো কান্না করা নয় যে, চোখে দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং শুনার সময় মন নরম হয়ে যাবে, অতঃপর তুমি তা ভূলে গিয়ে নিজের খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে যাবে। এই অবস্থাটির ভয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং যে ব্যক্তি যেই জিনিষের ভয় করে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং যে জিনিষের আকাঙ্ক্ষা রাখে তা চায়। সুতরাং তোমাকে সেই ভয় মুক্তি দিবে, যা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৬-২৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার বন্ধনের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিতে গিয়ে আসুন আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দু'টি ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন। (১) প্রত্যেক সুন্দর আচরন সদকা, ধনীর সাথে হোক বা গরীবের সাথে। **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/৩৩১, সংখ্যা: ৪৭৫৪)** (২) যে ব্যাক্তি বাবা মার সাথে সুন্দর আচরন করলো তাকে মোবারকবাদ যে, আল্লাহ পাক তার হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছেন। **(মুস্তদরক, ৫/২১৩, হাদিস: ৭৩৩৯)** ✸ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজীব আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮)** ✸ আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভালো আচরন এটার নাম নয় যে, সে ভালো আচরন করলে তখন তুমিও করবে, এটা তো প্রকৃত পক্ষে মুকাফা অর্থাৎ অদল বদল করা যে, সে তোমার

www.dawateislami.net

কাছে জিনিস পাঠালে তবে তুমিও তার কাছে জিনিস পাঠাবে, সে তোমার কাছে আসলে তুমি তার কাছে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন হলো সে ছিন্ন করলে তুমি রক্ষা করবে, সে তোমার থেকে আলাদা হতে চায় আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের গুরুত্ব দিবে। **(রদ্দুল মোহতার, ৯/৬৭৮)** ✸ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তাকে উপহার উপঢৌকন দেওয়া আর যদি তার কোন বিষয়ে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে তাকে সাহায্য করা, তাকে সালাম দেওয়া, তার সাক্ষাতে যাওয়া, তার সাথে চলাফেরা করা, তার সাথে কথা বলা, তার সাথে নম্রভাবে আচরন করা। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ আত্মীয়স্বজনদের সাথে বিরতি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সাক্ষাত করতে থাকুন অর্থাৎ একদিন গেলে তো তার পরের দিন যাবেন না, এই ধরনের করলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এমনকি আত্মীয়স্বজনদের সাথে প্রতি জুমায় জুমায় সাক্ষাত করুন অথবা মাসে একবার। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ হক ও জায়িয বিষয়ে গোত্র ও পরিবারের লোকদের ঐক্যমত হওয়া উচিত অর্থাৎ যদি নিকট আত্মীয় হকের উপর থাকে তবে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত এবং হক প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ নিকট আত্মীয় অভাবের কথা জানালে তবে সেটা প্রত্যাক্ষান করে দেওয়াটা গোনাহ, যখন নিজের নিকট আত্মীয় কোন অভাবের কথা জানায় তবে তার অভাব পূরন করুন, আর সেটা না করা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া

১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সুন্নাত ও আদব”**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **“১০১ মাদানী ফুল”** ও **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد